নিউইয়র্কে মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসে নাম লিখলেন জোহরান মামদানি



সংগৃহীত ছবি

৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট জোহরান মামদানি জয় করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন, রচনা করেছেন নতুন ইতিহাস। এনবিসি নিউজের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তিনি সহজ ব্যবধানে পরাজিত করেছেন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে। এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক পেয়েছে তাদের ১১১তম মেয়র এবং যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে ইতিহাসের প্রথম মুসলিম মেয়র। এই জয়ে উচ্ছ্বসিত প্রগতিশীল শিবির, আর ক্ষুব্ধ হয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান ও কিছু মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট নেতা।

মাত্র এক বছর আগে রাজনীতিতে প্রবেশ করা মামদানির এই উত্থান একেবারেই অনন্য। অখ্যাত এক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান থেকে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহরের নেতৃত্বে পৌঁছে যাওয়া—এ যেন স্বপ্নের গল্প। মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে তিনি নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রাজনৈতিক বংশের দুই প্রতিনিধিকে হারিয়ে দিয়েছেন। প্রগতিশীল ভোটারদের আবেগ ও সাধারণ মানুষের জীবনসংকটের প্রতিফলনেই গড়ে উঠেছে তার এই সাফল্যের গল্প।

মামদানির প্রচারণার মূল বার্তা ছিল মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভাড়া নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাটে ভাড়া বৃদ্ধিতে স্থগিতাদেশ, সার্বজনীন শিশুসেবা, বিনামূল্যে গণপরিবহন ব্যবস্থা ও সিটি করপোরেশন পরিচালিত মুদি দোকান প্রতিষ্ঠার। এই জনমুখী অঙ্গীকারই নিউইয়র্কের তরুণ, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলে।

এনবিসি নিউজের এক্সিট পোল অনুযায়ী, মামদানি নিউইয়র্কের প্রায় সব জাতিগত গোষ্ঠীর ভোট পেয়েছেন। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো ও এশীয় জনগোষ্ঠীর বড় অংশই তাকে সমর্থন করেছে। ৪৫ বছরের নিচের ভোটারদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল—কুয়োমোর চেয়ে তিনি এগিয়ে ছিলেন ৪৩ পয়েন্টে। তবে বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান ছিল কুয়োমোর পক্ষে। এছাড়া শিক্ষাগত পটভূমি ও অভিবাসী বনাম স্থানীয় ভোটারদের মধ্যেও বিভাজন দেখা গেছে।

নির্বাচনজুড়ে মামদানির মুসলিম পরিচয় ও ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিরূপ প্রচারণা ও বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়েও তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং শেষ পর্যন্ত ভোটাররা তার পক্ষে রায় দেন। যদিও ইহুদি ভোটারদের মধ্যে কুয়োমো এগিয়ে ছিলেন, তবুও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমর্থনেই মামদানি জয়ী হন বিশাল ব্যবধানে।

তার বিজয়ে শুধু নিউইয়র্ক নয়, আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে। ডেমোক্র্যাট নেতারা এখন বিশ্লেষণ করছেন, কীভাবে মামদানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন এবং ব্যয় সংকটের মতো বাস্তব ইস্যুকে নির্বাচনের কেন্দ্রে এনেছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা তার বামপন্থী নীতিকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

নির্বাচনের পর এক আবেগঘন ভাষণে মামদানি বলেন, “তারা এই নির্বাচনকে আমার ধর্মবিশ্বাসের ওপর গণভোট বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি লড়েছি নিউইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার সংকটের বিরুদ্ধে।” তার এই বার্তাই স্পষ্ট করে—তার লড়াই ধর্ম নয়, বরং মানুষের জীবনের প্রশ্নে।

জোহরান মামদানির এই জয় শুধু একটি নির্বাচনের সাফল্য নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ও প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য এক নতুন সূচনা। নিউইয়র্ক সিটির এই তরুণ মেয়র আজ হয়ে উঠেছেন এক প্রজন্মের পরিবর্তনের প্রতীক এবং আমেরিকান রাজনীতির এক নতুন আশার নাম।